|| নিবেদন ||

প্রতি বছর ভর্তির সময় কিছু লোক মিশনের সদস্য, ভক্ত অথবা পরিচিত বন্ধু হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিয়ে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র ও নিয়মাবলী নির্দিষ্ট মূল্যে কিনে নিয়ে বেশি দামে বাইরে বিক্রি করে। আবার কেউ মিশনে অর্থ দান করলে অর্থাৎ ডোনেশান দিলে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে এইরকম মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে অভিভাবকদের কাছ থেকে টাকা গ্রহণ করে থাকে।

আমরা সকল অভিভাবকদের এই কথা জানাতে চাই যে আবেদন পত্র এবং নিয়মাবলীর মূল্য এই পুস্তিকাতেই লেখা আছে এবং ভর্তি পরীক্ষায় পাশ না করলে কেবলমাত্র ডোনেশান দিয়ে কোনো ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয় না। এই জাতীয় প্রস্তাব নিয়ে কেউ যদি অভিভাবকদের কাছে যায়, তাহলে অবিলম্বে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। এই নিবেদন এবং পাকা রসিদ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের কাউকে অর্থ দেবেন না।

মিশনের তত্ত্বাবধানে বর্তমানে প্রায় ১৪০০ জন দুঃস্থ-অনাথ-বোবা-কালা ও অন্ধ ছাত্র-ছাত্রী আছে এবং তাদের আহার, বাসস্থান এবং শিক্ষার জন্য আমরা জনসাধারণের সাহায্যের উপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল। তাছাড়া বেশি সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করতে হলে ছাত্রাবাস ও বিদ্যালয় গৃহ সম্প্রসারণের জন্য কোনো অভিভাবক যদি আর্থিক সাহায্য দেন-আমরা তা গ্রহণ করে থাকি।

ইতি –

২রা ডিসেম্বর, ২০২২

স্বামী নিত্যরূপানন্দ
কর্মসচিব

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন পরিচালিত বিদ্যালয় সমূহে ২০২৩ সালের ভির্তির নিয়মাবলী

১) রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন বা বিবেকানন্দ মঠ স্বয়ংশাসিত স্বাধীন সংস্থা। আদর্শগত সাদৃশ্য ব্যতীত শ্রীরামকৃষ্ণ নামের সঙ্গে যুক্ত অন্য কোনো মঠ, মিশন বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এই মিশনের কোনো সম্পর্ক বা যোগাযোগ নেই।

২) স্বামী বিবেকানন্দ ধ্যানের দেবতা চন্ডাল, মুচি, মেথর, দরিদ্র, অনাথ, অজ্ঞ মানুষের সেবার জন্য এই মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ভারত সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও দেশের জনসাধারণের অকুণ্ঠ সহানুভূতি এবং সাহায্যের ফলে বর্তমানে এই মিশনে প্রায় ১৪০০ দুঃস্থ-অনাথ ছাত্র-ছাত্রী, মুক-বধির ও দৃষ্টিহীনা কন্যা সম্পূর্ণ বিনা ব্যয়ে জীবন-যাপন ও শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করছে। সাধারণ শিক্ষা ও হাতের কাজের মাধ্যমে তাদের সকলকে সুনাগরিক হিসাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়াই এই মিশনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কিছু আদিবাসী হরিজন ছাত্রছাত্রীও আছে। নারী ও শিশু-সেবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করার জন্য ভারত সরকার সাত বৎসরের ব্যবধানে এই প্রতিষ্ঠানকে তিনবার জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। প্রথমে ১৯৮৪ সালে, ১৯৯২ সালে এবং পুনরায় ২০০৩ সালে। ১৯৯৮ সালে প্রতিবন্ধী মহিলাদের স্বনির্ভর করার কাজে মিশন প্রথম হওয়ায় রাজ্য সরকার পুরস্কারে ভূষিত করেন। ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠানের কর্মসচিব স্বামী নিত্যানন্দ মহারাজকে ভারত সরকার শিশু-সেবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে জাতীয় পুরস্কারে

ভূষিত করেছেন। দারিদ্রতা দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন ২০১২ সালে Jindal Award পেয়েছে।

৩) বিদ্যালয় সংলগ্ন যে ছাত্রাবাস আছে সেটি বিবেকানন্দ মঠের অধীন। বিদ্যাভবনের সঙ্গে ছাত্রাবাসের প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্ক নেই।

৪) মিশন বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হল সকল ধর্মমতের উপর শ্রদ্ধা এবং পরমত সহিষ্ণুতা, শ্রেণি-জাতি বা বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসা শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদর্শিত 'যত মত তত পথ' এবং স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক প্রচারিত 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' রূপ মানবধর্ম এবং সর্বোপরি ভারতের অতীত ঐতিহ্য ও অখন্ডতার প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া ইত্যাদি গুণসমূহ যাতে প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রী মনে প্রাণে গ্রহণ করে ও জীবনে আচরণ করে, সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলে সেই শিক্ষাই দেওয়া হয় এবং সেকারণেই এখানে কিছু কিছু অতিরিক্ত বই পড়তে হয়। মিশন একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং এই ধর্মের মূল মন্ত্র হচ্ছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দুঃস্থ-আর্ত-অজ্ঞ-অনাদৃত-অবহেলিত অনাথ শিশুদের সেবার মাধ্যমে পরমাত্মার উপলব্ধি। যাঁরা এই ধর্মে বিশ্বাস করেন না, তাঁরা মিশন বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য আবেদন করবেন না।

ভর্তির জন্য আবেদন করার পূর্বে অভিভাবকগণ নিম্ন লিখিত বিষয়সমূহ শেষভাবে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেবেন, যাতে পরে অনুশোচনা বা অনুযোগ করতে না হয়ঃ

ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অনুমোদিত।

খ) অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ শেষ করে ছাত্র-ছাত্রীগণ মিশনের ৭নং রিভারসাইড রোডের বিদ্যাভবনে নবম ও দশম শ্রেণিতে First

Admission নিয়ে পড়তে পারে এবং Regular Student হিসেবে বোর্ডের মাধ্যমে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পারবে। মিশনের বিদ্যাভবনে নবম-দশম শ্রেণিতে Co-Education মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত। ব্যারাকপুর স্থিত ২০ নং রিভারসাইড রোড, ৪২নং মিডল রোড, ৫৩নং ব্যারাক রোড, স্থিত বিদ্যালয়গুলি Class-VIII পর্যন্ত WBBSE কর্তৃক অনুমোদিত। তবে ৩১ নং রিভারসাইড, ৮১ নং মিডল রোড এবং ৩৯ নং পার্ক রোডের বিদ্যালয়গুলি প্রধান কার্যালয়ের অধীন।

গ) দুঃস্থ, অনাথ, আদিবাসী হরিজন ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে একইসঙ্গে পড়াশুনা করতে হয়।

ঘ) বিদ্যালয়ের নিজস্ব মাঠ না থাকায় খেলাধুলার ভাল ব্যবস্থা নেই।

ঙ) বিলম্বে উপস্থিত হলে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না।

চ) না জানিয়ে ১০ দিনের বেশি এককালীন অনুপস্থিত থাকলে বিনা বিজ্ঞপ্তিতে ছাত্র-ছাত্রীর নাম কেটে দেওয়া হয়। ৭৫% উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।

ছ) স্কুল চলাকালীন কোনো ছাত্র-ছাত্রী ছাত্রাবাস/ছাত্রীনিবাসে প্রবেশ করতে পারবে না।

জ) শ্রেণীকক্ষে কোনো কারণেই অভিভাবকদের ঢুকতে দেওয়া হয় না।

ঝ) অভিভাবক/অভিভাবিকাদের বিদ্যালয়ে এবং হস্টেলে মার্জিত রুচির পোশাক পড়ে আসতে হয়।

৫) বালকদের জন এখানে দুটি নিম্ন-মাধ্যমিক (Junior High) এবং একটি মাধ্যমিক (High) বিদ্যালয় আছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি অনুমোদিত। বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগ (Primary Section) প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি সকালে বসে এবং ষষ্ট থেকে অষ্টম শ্রেণির ক্লাস দিবাবিভাগে হয় (Day Section)। ছাত্র-ছাত্রী নবম শ্রেণিতে উঠে অনুমোদিত বিদ্যালয়টিতে বোর্ডের নিয়মানুযায়ী 1st Admission নিয়ে পড়তে পারবে।

৬) পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদের অনুমোদনক্রমে ২০০৯-২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে ছাত্র-ছাত্রী উভয়ের জন্য Arts এবং Science বিভাগে উচ্চ-মাধ্যমিক পড়ানো শুরু হয়েছে। তবে আসন সংখ্যা সীমিত হওয়ায় মিশন বিদ্যালয়ের সব ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ-মাধ্যমিক বিভাগে ভর্তি করা যায় না।

৭) বিদ্যালয়ে দেয় টাকার পরিমাণ নিম্নরূপ: –

ক) প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি – ৬৫০ টাকা।

খ) ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি – ৬৫০ টাকা।

গ) নবম-দশম শ্রেণি – ৭০০ টাকা (Bengali Version)।

ঘ) নবম-দশম শ্রেণি – ৮৫০ টাকা (English Version)।

৮) প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য ভর্তির সময় ভর্তির ফি ও অন্যান্য চার্জ বাবদ মোট ৯৬০০ টাকা দিতে হবে। বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য টাকা জমা দিলে তা কোনো কারণেই ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৯) বিদ্যালয়ে কম্পিউটার শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং এটি শেখা বাধ্যতামূলক। কম্পিউটার শিক্ষার জন্য পৃথকভাবে বিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফি মাসে ৬০ টাকা এবং ভর্তির ফি বাবদ ৬০ টাকা দিতে

হয়। এছাড়াও প্রাথমিক বিভাগে স্পোকেন ইংলিশ শেখানো হয়। তার জন্য ৫০ টাকা মাসে দিতে হয়।

১০) বিদ্যালয়ে দেয় টাকা চেকে গ্রহণ করা হয় না।

১১) প্রতি মাসের দেয় অর্থ ওই মাসের ১০ তারিখের মধ্যে না দিলে প্রতিদিনের জন্য এক টাকা হারে জরিমানা দিতে হবে।

ক) অসুস্থতা অথবা কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি ছাড়া অন্য কোনো কারণে ছাত্র/ছাত্রী বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির দিনই স্কুল-ডাইরিতে অভিভাবকের আবেদনের সঙ্গে ডাক্তারের সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে। অন্যথায় বিদ্যালয়ের অনুপস্থিতির জন্য প্রতিদিন এক টাকা হারে জরিমানা দিতে হবে। একাধিকবার এরূপ হলে সংশ্লিষ্ট ছাত্র/ছাত্রীকে বিদ্যালয়ে রাখা সম্ভব হবে না। অন্য কোনো কারণে অনুপস্থিত থাকলে বিদ্যালয়ে উপস্থিতির দিনই ছাত্র/ছাত্রীকে অভিভাবকের স্বাক্ষরিত 'ছুটি মঞ্জুরের আবেদন পত্র' অবশ্যই জমা দিতে হবে। অন্যথায় ছুটি মঞ্জুর হবে না এবং অনুপস্থিতির দিনগুলির জন্য ১ টাকা হারে জরিমানা দিতে হবে।

খ) ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা-বিষয়ক উন্নতি সুনিশ্চিত করতে অভিভাবকগণ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষিকা অথবা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে অবশ্যই নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন। কিন্তু অন্য কোনো শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে বিদ্যালয় সংক্রান্ত কোনো বিষয়ের জন্য যোগাযোগ করা সম্পূর্ণ নিয়ম বিরুদ্ধ।

১২) (ক) আবেদন পত্র জমা দেওয়ার সময় প্রথম শ্রেণির ছাত্র/ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বয়সের প্রমাণপত্রের (Birth Certificate) Attested Copy দাখিল করতে হবে এবং ভর্তির সময় Original দেখাতে হবে।

খ) প্রথম শ্রেণি ছাড়া অন্য কোনো শ্রেণিতে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির সময় ট্রান্সফার সার্টিফিকেট অবশ্যই জমা দিতে হবে।

গ) বিভিন্ন শ্রেণিতে ভর্তির বয়স:

প্রথম শ্রেণি	: ৬ - ৭ বছর	(১লা জানুয়ারি, ২০২৩)
দ্বিতীয় শ্রেণি	: ৭ - ৮ বছর	"
তৃতীয় শ্রেণি	: ৮ - ৯ বছর	"
চতুর্থ শ্রেণি	: ৯ – ১০ বছর	"
পঞ্চম শ্রেণি	: ১০ – ১১ বছর	"
ষষ্ঠ শ্রেণি	: ১১ – ১২ বছর	"
সপ্তম শ্রেণি	: ১২ – ১৩ বছর	"
অষ্টম শ্রেণি	: ১৩ – ১৪ বছর	"
নবম শ্রেণি	: ১৪ – ১৫ বছর	"

ঘ) আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময় (প্রথম শ্রেণি ছাড়া) ছাত্র/ছাত্রী যে বিদ্যালয়ে পড়তো, সেখানকার প্রধান শিক্ষকের নিকট থেকে জন্ম-তারিখ সহ, একটি পরিচয় পত্র (Character Certificate), Aadhar Card ও একটি প্রগতি পত্রের (Progress Report) নকল আবেদনপত্রের সঙ্গে দিতে হবে।

১৩) বিদ্যালয় সমূহের মাসিক দেয় টাকা গ্রহণের সময়: –

প্রাতঃ বিভাগ – সকাল ৮টা থেকে ১০ টা।

দিবা বিভাগ – বেলা ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত।

পর পর দুই মাসের টাকা বিদ্যালয়ে জমা না দিলে বিদ্যালয় হতে নাম কাটা যায়।

১৪) প্রত্যহ প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রীকে বিদ্যালয়ে কার্যারম্ভের ১৫ মিনিট পূর্বে উপস্থিত হয়ে সমবেত প্রার্থনায় অবশ্যই যোগদান করতে হবে।

১৫) বিদ্যালয়ের ক্লাস আরম্ভ হবার সময়সূচিঃ

বালক ও বালিকাদের –

ক) প্রাতঃ বিভাগ: সকাল ৭টা থেকে ১০:৩০ মিঃ।

খ) দিবা বিভাগ: বেলা ১০:৩০ মিঃ থেকে ৪:১৫ মিঃ।

১৬) সকল ছাত্র/ছাত্রীকেই অভিভাবকদের নিজ দায়িত্বে সময়মতো স্কুলে ডাইরিসহ বিদ্যালয়ে পৌঁছে দিতে হয় এবং ছুটির পর আধ ঘন্টার মধ্যে ছাত্র/ ছাত্রীকে নিজ দায়িত্বে বিদ্যালয় থেকে নিয়ে যেতে হয়। শনিবারে ২টায় ছুটি হয়। বিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বাইরে ছাত্র/ছাত্রীর কোনো কিছু হলে তার দায়িত্ব মিশন নিতে পারবে না।

১৭) **পোশাক:** প্রথম শ্রেণি হতে সপ্তম শ্রেণির বালকদের জন্য সাদা হাফ প্যান্ট, স্কাই ব্লু-শার্ট, সাদা জুতো ও মোজা। অষ্টম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি সাদা ফুল প্যান্ট বা হাফ প্যান্ট, স্কাই ব্লু-শার্ট, সাদা জুতো ও মোজা। শীতকালে প্রাতঃ বিভাগের ছাত্রদের জন্য লাল রং – এর সোয়েটার এবং দিবা বিভাগের ছাত্রদের জন্য নেভি-ব্লু সোয়েটার ব্যবহার করতে হয়। মেয়েদের জন্য প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত কলার দেওয়া সাদা ব্লাউজ, নেভি-ব্লু রং-এর টিউনিক, সাদা জুতো ও সাদা মোজা। নবম-দশম শ্রেণির ছাত্রীদের খয়েরি ব্লাউজ ও খয়েরি পাড়যুক্ত বাসন্তী রং-এর শাড়ি বা শালোয়ার কামিজ পরতে

হয়। শীতকালের জন্য খয়েরি সোয়েটার। ছাত্র/ছাত্রীদের প্রত্যহ ইউনিফর্ম পরে বিদ্যালয়ে আসতে হয়। অন্যথায় ক্লাসে ঢুকতে দেওয়া হয় না। আবাসিক ছাত্র/ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের পোশাকে লাল কলার এবং লাল বর্ডার করতে হবে।

১৮) **পরীক্ষা:** একটি শিক্ষাবর্ষে মোট পাঁচটি পরীক্ষা নেওয়া হয়। দুটি Short Test, একটি Terminal এবং একটি Final. এই চারটি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর থেকে বছর শেষে Promotion-এর জন্য যে নম্বর নেওয়া হয় তা এইরূপ:

1st Short Test	15%
1st Term Exam.	20%
2nd Short Test	15%
Annual Exam.	50%

এই কারণেই সবাইকে সব কয়টি পরীক্ষা দিতে হয়। অন্যথায় শেষের দিকে ভালো পরীক্ষা দিলেও প্রাপ্ত নম্বরের সংখ্যা কমে যায়। সাধারণভাবে পরীক্ষার খাতা সকলকে দেখানো হয় না। কিন্তু কেউ খাতা দেখার জন্য লিখিত আবেদন করলে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। প্রতি পরীক্ষা সমাপ্তির একপক্ষ কালের মধ্যে প্রতি ছাত্র/ছাত্রীর প্রাপ্ত নম্বর স্কুল ডাইরিতে ছাত্র-ছাত্রীর মারফৎ অভিভাবকদের নিকট পাঠানো হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে ওটি অভিভাবকদের সহি সহ ফেরৎ দিতে হয়।

১৯) বিদ্যালয়সমূহের নিয়মাবলীর যে কোনো সময় পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা যেতে পারে। ছাত্র/ছাত্রী এবং অভিভাবকগণ তা মেনে চলতে

সম্মত থাকলেই ভর্তির জন্য আবেদন করবেন অন্যথায় নয়। এই কথাটি ফর্মে অভিভাবকদের নিজ হাতে লিখে দিতে হবে।

২০) বিদ্যালয়ের যে কোনো ছাত্র/ছাত্রী সম্বন্ধে মিশনের কর্মসচিবের সিদ্ধান্তই সর্বদা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং ছাত্র/ছাত্রীর অভিভাবক তা বিনা দ্বিধায় মেনে চলতে সম্মত থাকলে তবেই ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির জন্য আবেদন করবেন, অন্যথায় নয়।

২১) ফর্ম নিয়ে ফর্ম ফেরৎ দেওয়া যায় না বা মূল্য ফেরত হয় না। তাই ভালো করে নিয়ম-কানুন জেনে ফর্ম সংগ্রহ করবেন।

২২) **স্কুল বাস:** মিশন স্কুলের নিজস্ব কোনো বাস নেই। ছেলে-মেয়েদের স্কুলে নিয়ে আসা ও নিয়ে যাবার জন্য স্থানীয় লোকের পরিচালনায় কিছু বাস চলাচল করে। কিন্তু তার সঙ্গে মিশন বিদ্যালয়ের বা মিশন কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো সম্বন্ধ নেই। এই বিষয়ে অভিভাবকগণ বাস মালিকদের সঙ্গে কথা বলেই যা করণীয় তা স্থির করবেন।

২৩) ক) **ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা:** বালকদের জন্য কেবলমাত্র – প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও নবম শ্রেণিতে। ছাত্রাবাস/ছাত্রীনিবাসের আলাদা নিয়মাবলী আছে।

খ) আবেদনপত্রটি ছাত্র/ছাত্রীর অভিভাবককেই নিজের হাতে পূরণ করতে হবে। নতুবা গ্রাহ্য হবে না।

২৪) **ভর্তির তারিখ ও বই দেওয়ার তারিখ নিম্নরূপ:**

ভর্তির তালিকা প্রকাশের সময় জানানো হবে।

নির্বাচিত ছাত্র/ছাত্রী মিশন পরিচালিত কোন বিদ্যালয়ে ভর্তি হবে এটি মিশন কর্তৃপক্ষ ঠিক করেন। এ-বিষয়ে

অভিভাবক/অভিভাবিকাদের কোনো অনুরোধ রক্ষা করা হয় না। নির্দিষ্ট দিনে ভর্তি না হলে পরে আর ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয় না।

২৫)নতুন বৎসরে বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হওয়ার তারিখ:

৪ঠা জানুয়ারি, ২০২৩, বুধবার।

২৬)অভিভাবকগণ নিয়মাবলী ভালোভাবে পাঠ করেছেন কিনা এবং সকল বিষয় বুঝেছেন কি না তা নিজ হাতে ফর্মের অঙ্গীকার কলমে লিখে দেবেন ছাত্র/ছাত্রীর ভর্তির পর ভবিষ্যতে যাতে কোনোরকম ভুল বোঝাবুঝি না হয় সেইজন্যই অভিভাবকগণের অবগতির জন্য এইসকল কথা লেখা হল। ত্রুটি থাকলে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

০২/১২/২০২২

স্বামী নিত্যরূপানন্দ
কর্মসচিব